আমারও পরানও যাহা চায়। তুমি তাই... তুমি তাই- গো-- ভাবছেন মনে মনে কিন্তু বলতে পারছেন না। তাতে কি? খোলা আছে হৃদয় জানালার পাতা। পৌঁছে দিন ভালোবাসার মানুষের কাছে হৃদয়ের আকুতি...

কষ্টের আবরণে-আবরিত আমি

ঋতুরাজ বসন্তের মোহে প্রকৃতি যখন সবুজে মুখরিত, আমি তখন কষ্টের আবরণে আবরিত এবং সেই সুখময় স্মৃতিপট। যে স্মৃতিপটে বিচরণ ছিল শুধুই তোমার। এমনই এক সবুজ ছোঁয়া সকালে জানি না কোন ভুলের কারণে আমাকে বিদায় জানিয়ে আমার সত্তা, ভালোলাগা, অনুভব, ভালোবাসাকে অস্বীকার করে চলে গেছ দূরে বহুদূরে...। তোমার স্পর্শে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরে ক্ষত হয়ে যন্ত্রণা দেয় প্রতিনিয়ত। তোমার কি মনে পড়ে সেই সবুজ মুহূর্তগুলোর কথা? যে মহূর্তগুলোতে আমি ছিলাম তোমার মৌলিক মানুষ। সেই সব স্মৃতিগুলো কি রাতের আঁধারে ছুঁয়ে যায় যেভাবে ছুঁয়ে যায় এই আমাকে! এখনও আমার প্রতিটি রাত কেটে যাচ্ছে অর্ধঘুমে! যেদিন সব সম্পর্ক নষ্ট কাগজের মত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলে সেদিন তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম- 'কি আমার অপরাধ'? তারপর প্রায় ৩০ মিনিট তোমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর দাওনি। কত মিনিট, কত ঘন্টা, কত মাস, অতঃপর কয়েকটি বছর পেরিয়ে গেল সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি। আজও মন তোমার উত্তরের প্রহর গুণছে। সত্যি কি তোমার স্মৃতিতে মরচে ধরে গেছে? তুমি কি সব ভুলে গেছ? হয়ত তাই! নইলে এতগুলো বছরে অন্তত একটি বাক্য হলেও আমার প্রতি প্রেরণ করতে। এ লেখাটি তোমার দৃষ্টিগোচর হলে হয়তবা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে। তবে এও জানি, সেটি কয়েক মুহূর্তের জন্য। পুনরায় ফিরে যাবে স্বাভাবিক জীবনে। কিন্তু আমি কষ্টের আবরণে নীল হয়ে বেঁচে থাকবো একটা জীবন!

কৌশিক হাসু, কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

স্বপ্ন যখন সত্যি নয়...

মানুষ বেঁচে থাকার জন্যই স্বপ্ন দেখে। জীবন মানুষকে স্বপ্নে বিভোর করে। স্বপ্ন মানুষের জীবনের গতিকে তাড়িত করে। কিন্তু মানুষের জীবনের সব স্বপ্ন কি পূর্ণ হয় কোনোদিন? মনে হয় এমন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও মানুষ বেঁচে থাকে। কারণ স্বপ্ন হারালেও মানুষ সাহস হারায় না। তাইতো সবার বেঁচে থাকা, নইলে বাঁচাই হতো কষ্টসাধ্য। স্বপ্নিল এ জীবনের নানান উত্থান-পতনে অনেক কিছু হারিয়েছি। এক সময় যাদের বন্ধু ও আপন ভেবেছি, সময়ের আবর্তে আজ তারা কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না। হারানোর এ ব্যথায় মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অসহায় এবং নিঃস্ব মনে হয়। ইচ্ছা করলেও এ অপূর্ণতা পূর্ণ হবার নয়। ছাত্র জীবন থেকে নাটক করতাম। এরপর জড়িয়ে গেলাম সাংবাদিকতায়। প্রতিকূলতার মাঝে নিজকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি না বলে কর্মজীবন হিসেবে বেছে নিলাম একটা বিদেশী কোম্পানিকে। কিন্তু এখানে টাকা আছে, মন নেই, হাসি-আনন্দ আর ভালোবাসা নেই। জীবন যেন সীমাবদ্ধ। দিনের শুরু এবং শেষ বলতে ঐ অফিস। হলিডেগুলোতেও ঐ অফিসের আগ্রাসী থাবা। মাঝে মাঝে মন ছুটে যেতে যায় কোথাও, কোনো হাসি আনন্দের মাঝে। কিন্তু কোথায়, কার কাছে? সবাই আমাকে একা ফেলে চলে গেছে। জীবনের আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করার মত এখন আর কোনো বন্ধু নেই। তাই প্রত্যাশা রইলো সৃজনশীল বন্ধুর প্রতি। হাতে যদি আপনার সময় থাকে মুক্ত মনে লিখবেন। উত্তরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এই প্রতীক্ষায়...

আসিফ, জি.পি.চ ৩৬/১ (নিচ তলা), মহাখালী, ঢাকা-১২১২, ফোন (০১৭-৬১৩১৫৩)

এত কষ্ট...

আমি তোমাকে ভালোবাসি, কতটুকু বাসি তা তুমি খুব ভালো করেই জানো। এও জানো তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় বিশ্বাসের কোনো অভাব ছিল না, কোনো মিথ্যা ছিল না। আমার সবকিছুই ছিলে তুমি। কিন্তু তারপরও তুমি আমার সঙ্গে এমন করলে! এভাবে এত সহজে সম্পর্কটা নষ্ট করে দিলে? তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ, রাগ বা ঘৃণা নেই। আমি কোনোদিনও জানতে চাইব না কেন তুমি এমন করলে। শুধু মনে হয় এত ভালোবাসা, এত প্রতিশ্রুতি সবই কি তাহলে মিথ্যে ছিল? আমার তো সবকিছুই তোমার জানা ছিল। তারপরও কেন এভাবে কষ্ট দিলে? কি দোষ ছিল আমার? জানি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তুমি দিতে পারবে না, তাই আমি তোমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করব না। আমার বিশ্বাস জীবনের কোনো একদিন এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমাকে যে কষ্ট তুমি দিয়েছো তার খানিকটা হলেও অনুভব করবে। হয়তো তা আমি জানতে পারবো না, নাইবা জানলাম। অন্য সব অজানার মাঝে এটাও না হয় অজানা থাকুক। আমি জানি তুমি আমার কথা, আমাদের কথা, সব স্মৃতি ভুলে যাবে। তোমার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আমি যে এর কিছুই ভুলতে পারি না। যতই চাই ভুলে থাকতে তত বেশি করে সব মনে পড়ে। আমাকে এভাবে কষ্ট না দিলেও পারতে। এত কষ্টের মাঝেও– 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব'...

আমি, ঢাকা

সুখ-দুঃখের সাথী

আমি জানি না ভাবনা স্বপ্নকে অতিক্রম করে, নাকি স্বপ্ন ভাবনাকে? যে যাকে অতিক্রম করে করুক, তাতে আমার কিছুই করার নেই। ভাবনার পরবর্তী রূপ যদি স্বপ্ন হয়ে থাকে; তাহলে স্বপ্ন দেখাটা দোষের কিছু নয়! ভাবনার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে আপনিও সুন্দর, নির্মল, নিষ্পাপ একটি স্বপ্নকে রূপ দিতে চান বাস্তব জগতে। অথচ জীবন অংকের হিসাব মেলাতে গিয়ে দু'চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছেন। হয়তো সেক্ষেত্রে আপনার স্বপ্ন দেখাটা মোটেই উচিত নয়। সমরেশ মজুমদারের অগ্নিরথ পড়েছেন নিশ্চয়ই? উনি লিখেছেন– 'এক ফোঁটা অশ্রু দশ ফোঁটা রক্তের চেয়েও দামী'।

একজন মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জিনিসটা যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভাবনাগুলো কোনোক্রমেই নেগেটিভ হতে পারে না। আপনার লেখা পড়ে মনে হলো আপনি একজন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ সচেতন মানুষ। তবুও কেন বর্তমান সমাজ, মানুষের নৈতিকতার অবক্ষয়ে ভয় পাচ্ছেন? নৈতিক অবক্ষয় তো আপনাকে গ্রাস করেনি। আমি মানি আপনি সচেতনতায় সমাজের নৈতিক চরিত্রের এহেন অবস্থায় ভয় পাচ্ছেন; কিন্তু লাভ কি? অন্যান্য সামাজিক জীব নামের তথাকথিত সভ্য মানুষগুলো তো প্রতিনিয়ত তাদের নৈতিক চরিত্র বদলাচ্ছে। অথচ তারাই সমাজের মাথা। নানামুখী বাস্তবতার দোহাই দিয়ে অনর্থক কেন নিজের ভাবনাগুলোকে নেগেটিভে রূপ দিচ্ছেন? তাহলে কি ভাববো আপনার মাঝে কিছুটা ভয় কাজ করছে? হয়তো সেই ভয়টাই নেগেটিভ।

এস.এম. জাহাঙ্গীর আলম বাবলু, প্র/আরোগ্য নিকেতন, জোড়ামতল, কুমিরা-৪৩১৪, চট্টগ্রাম

যা ত্রা প থে

জানুয়ারি মাসে একটা জরুরি কাজে গিয়েছিলাম রংপুর। কাজ শেষ করে যশোরের পথে রওনা হলাম ২৮ তারিখ। আগে থেকেই সিট বুক করাছিল বি-এন গাড়িতে। খুব সকালে রংপুর থেকে রওনা হলাম আমার সিট ডান দিকে জানালার পাশে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। যদিও কুয়াশার জন্য বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না, তার পরেও ভালই লাগছে। আগে ভেবেছিলাম আমার পাশে বুঝি কোনো মেয়ের সিট পড়বে। কিন্তু না, আমার পাশে যে ভদ্রলোক আছেন উনি কুষ্টিয়া যাবেন। অবশ্য গাড়ি একটু চলার পড়ে উনি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন। আমি অগত্যা একটা পেপার কিনে পড়তে লাগলাম। গাড়ি বগুড়া যাবার পরে দুটো মেয়ে উঠলো বাসে। বয়স তেমন হবে না, হয়তো সবে মাত্র কলেজে পড়ছে। তারা বসলো বাঁ দিকের সিটে। তার পরে আমি আর ঐদিকে খেয়াল করিনি। পেপারের মধ্যে ডুবে গেলাম। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পড়ে হঠাৎ খেয়াল করলাম। বাঁ পাশে জানালার দিকের মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর তার পাশের মেয়েটা তার সাথে গল্প করছে। হঠাৎ করে মেয়েটার দিকে তাকালাম। মেয়েটা চোখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েটা দেখতে শ্যামলা, চোখে একটা সোনালি চশমা। তারপর আবার পেপার পড়তে লাগলাম। আবারও আমার মনে হল মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আবার হঠাৎ করে মেয়েটার দিকে তাকালাম। মেয়েটা একটু মুচকি হেসে সামনের দিকে তাকালো। তারপর বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে। তারপর পাকশি ফেরিঘাট এলাম। বাস ফেরির ওপর উঠলো। অনেকেই নেমে গেছে বাস থেকে। আমার পাশের ভদ্রলোকও নেমেছেন। ঐ মেয়েটি নামেনি এখনো, অবশ্য পাশের মেয়েটা নেমে গেছে। আমার একবার মনে হল কথা বলি মেয়েটার সাথে। কমপক্ষে নামটা জিজ্ঞাসা করি কিংবা আমার ঠিকানাটা দেই তাকে। আবার কি যেন এক ভয় আমাকে তাড়না করলো। তারপর বাস থেকে নামলাম ফেরিতে একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্য। আমি খেয়াল করলাম, আমি নামার পড়ে মেয়েটাও বাস থেকে নামলো। এবার আমার মন বলল একবার কথা বলে দেখি। কিন্তু বলা হয়নি কোনো কথা। এর মধ্যেই এ পাড়ে চলে এলো ফেরি। মেয়েটা উঠলো বাসে। আমিও উঠলাম। তারপরে আবার বাস চলতে শুরু করলো। তারপর বেশ কয়েকবার 'ও' আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কয়েকবার হেসেছিল। হয়তো আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল। বলতে পারেনি।

এভাবেই আমি পৌঁছে গেলাম যশোর। যশোর এসে মনে হচ্ছে এই পথ যদি আরও দীর্ঘ হতো। বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল এই পথ। বাস থেকে নামার সময় একবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম। কেন হেসেছিলাম জানি না, ঐ মেয়েটাও হেসেছিল। মেয়ে দু'জন তখনও নামেনি, হয়তো তাদের গন্তব্য খুলনা। বাস থেকে নেমে রিকশায় করে বাসায় আসতে আসতে ঐ মেয়ের কথা খুব মনে পড়ছিল। বার বার মেয়েটার ছবি চোখের সামনে ভেসে আসছিল। আমি ভাবতেও পারিনি এই অল্প সময়ে চোখের দেখাতে এত কিছু হয়ে যেতে পারে! এখনো ভুলতে পারিনি মেয়েটাকে। জানি না কোনোদিন ভুলতে পারবো কি না। আমি এও জানি না, এই লেখা ঐ মেয়ের চোখে পড়বে কিনা। যদি কখনো চোখে পড়ে এই লেখা তবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করো।

জুলহাস (জনি)
বাদামতলা, যশোর

বু ক ভ রা ব্য থা নি য়ে

পৃথিবীটা ক্ষণিকের জন্য। চিরস্থায়ীভাবে কেউ বাঁচতে পারবে না। আর প্রেম-ভালোবাসা ক্ষণিকের জন্য নয়। এটা চিরদিন স্থায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রেম কি, ভালোবাসা কি, এটা আমার জানা নেই। আমার বয়স প্রায় ২০ পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভালোবাসা কি তা জানিনি। জেনেছি শুধু প্রেম করলে মানুষের মন দু'টো হয়ে যায়। মন থাকে সব সময় হাসিখুশি ভরা। কিন্তু আমি তো মানুষের প্রেম-ভালোবাসা চাই। কিন্তু আমাকে তো কেউ ভালোবাসে না। জানি না আমার মধ্যে কি দোষ আছে। আমি সারাক্ষণ নিরিবিলি বসে ভাবি। আমাকে আদর করে কাছে নিয়ে ভালোবেসে বলবে, তোমাকে ভালোবাসি। আর প্রেমের পত্র ও প্রেমের আলাপ সম্বন্ধে আমি একেবারেই দুর্বল। যা হোক আমি সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিক সদস্য হিসেবে ৩ বছর চাকরি হয়েছে। আর আমার সবচেয়ে ভালো ঢাকা-টাঙ্গাইলের মেয়েদের। যদি কেউ আমাকে ভালোবাসতে চান তাহলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন।

আনোয়ার

চি র কু ট

অচেনা

কখনো দেখিনি তোমাকে। টেলিফোনে কথা বলার সময় অনুভব করি দখিনা হাওয়ায় তোমার চুলগুলো ওড়ার মুহূর্ত। শ্রাবণের রাতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জীবনানন্দের কবিতা শোনাতে তুমি। শরতের সুরভিত নীলের মাঝে নীল শাড়ি পরে হেমন্তের রিক্ত প্রান্তর থেকে ছুটে এসে ভালোবাসার গান শোনাতে তুমি। তাই ঠিক করেছি, এবার আমি তোমাকে আমার ভালোলাগার কথাগুলো বলব। মেরুণ রঙের চাদর জড়িয়ে উষ্ণ রোদের আলোয় শিশির সিক্ত গোলাপটি হাতে দিয়ে বলব—তোমাকে ভালোবাসি।

সাকিব

মিষ্টি আপনাকেই

নাম তার মিষ্টি। খামের ওপরে ঠিকানা ঢাকা মেডিকেল কলেজ। পোস্ট অফিসের সিল পড়ল ময়মনসিংহ। চিঠি লিখল (ঠিকানা না জানিয়ে) ইংরেজিতে, তাও ডাক্তারি প্যাডে। যেন ডাক্তার রোগীকে ওষুধ দিয়েছে। হ্যাঁ বন্ধু, আপনার দেয়া ওষুধ ফলপ্রসূ। বলেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে জানাতে, জানালাম। আমি ভিনদেশী কেউ নই। ফোন নম্বর (যদি থাকে)সহ ঠিকানা জানিয়ে বাংলাতেই লিখুন।

Islam, Saudi Arabia

কোথায় আছ বন্ধু তুমি

মানুষ পৃথিবীতে আসে একা। আবার চলেও যায় একা। দু'দিনের এই পৃথিবীতে মানুষ বড় একা, আর এই একাকিত্ব দূর করার জন্য প্রত্যেক মানুষের একজন ভালো বান্ধবীর প্রয়োজন। আমি সরকারি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র। এই পৃথিবীতে আমার নিজেকে খুব একা মনে হয়। এমন কেউ কি আছেন যে এই নিঃসঙ্গ ছেলেটিকে একজন ভালো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং আমার প্রিয় বান্ধবী হবেন? তাহলে এই ঠিকানায় লিখুন—

মোঃ মিজানুর রহমান (মিজান), ৪৩/১
মেরাদিয়া (নয়াপাড়া), ঢাকা-১২১৯

শুভেচ্ছা তোকে

বাবু, তোর জন্মদিনে কিছু দেওয়া হয়নি। তাই জানাই শুভেচ্ছা। তোর এই শুভদিনে আমার শুভ কামনা। জানি আমার শুভ কামনায় তোর দিন শুভ হবে না। যার শুভ কামনায় শুভ হবে শুভদিন, তার শুভ কামনায় আমার শুভ কামনা। শুভ হোক তার শুভ কামনা। শুভ কামনায়—

সোহাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা